190

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা: ১৫ কলাম ২

শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে তিন স্তরবিশিষ্ট এবং পাবলিক পরীক্ষায় থাকবে চারটি গ্রেড

ওবায়দুল কবির

তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে চারটি গ্রেডের ব্যবস্থা রেখে দেশের শিক্ষা নীতি প্রণীত হচ্ছে। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে খসড়া রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি কাজ করছে। ৫৪ সদস্যের এই কমিটি ইতোমধ্যে দু'টি বৈঠক করেছে এবং আগামীকাল মঙ্গলবার আরও একটি বৈঠক হওয়ার কথা। শিক্ষামন্ত্রী এএমএইচকে সাদেক আশা প্রকাশ করেন, আগামী জুলাই মাস নাগাদ দেশে একটি নতুন শিক্ষানীতি চালু করা সম্ভব হবে। দীর্ঘদিন থেকে কোন নীতি ছাড়াই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে।

রবিবার দুপুরে মন্ত্রণালয়ের অফিসে জনকণ্ঠসহ আরও কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষামন্ত্রী জানান, মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রাথমিক চিন্তাভাবনার কথা কমিটিকে জানানো হয়েছে।

এর আলোকে এবং ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে ভিত্তি করে কমিটি খসড়া প্রণয়ন করবে। কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ জানুয়ারি। এতে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষি, স্বাস্থ্য, শ্রম ও শিক্ষা মন্ত্রীও উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতির মূল বৈশিষ্ট্য হবে প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অধ্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা এবং একটি অধ্যায়ের সঙ্গে আর একটি অধ্যায়ের সম্পর্ক রচনা করা। বিজ্ঞানভিত্তিক এই শিক্ষানীতিতে বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় এবং শিক্ষার মান ও সময়ের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা সারা বিশ্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা করেছি। তিন স্তরের মধ্যে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে প্রাথমিক শিক্ষা এবং এই স্তরে অনুষ্ঠিত হবে পাবলিক পরীক্ষা। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হবে মাধ্যমিক স্তর এবং এই স্তরে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পাস করে কোন ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা বা শিক্ষার অন্য যে কোন শাখায় যেতে পারবে। এছাড়া পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে আগের তিনটি বিভাগের পরিবর্তে এখন চারটি গ্রেডের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। দীর্ঘ এবং খোলামেলা আলোচনায় মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থায় কাঠামোগত অনেক পরিবর্তন আসবে। পরিবর্তন করতে হবে শিক্ষকদের অবস্থান। এতে প্রচুর অর্থের সংশ্লিষ্টতাও আমাদের চিন্তায় রাখতে হচ্ছে। তবুও যত দ্রুত সম্ভব আমরা কাজ শেষ করব। মন্ত্রী আরও জানান, নতুন নীতিতে মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যেও একটা সমন্বয় সাধন করা হবে যাতে দুই ব্যবস্থায় খুব একটা দূরত্ব না থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী জানান, আমাদের দেশে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এতদিন কোন নীতিমালা ছিল না। এতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার সরকারী অনুমোদনের জন্য তদ্বির শুরু করতেন। এতে সৃষ্টি হতো অনেক অসুবিধা। আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে একটি নীতি প্রণয়ন করেছি। নতুন এই নীতিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন চেয়ে দরখাস্ত করার তিন মাসের মধ্যে এর উপযোগিতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে। পরবর্তী সময় মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতিমালা গ্রহণ করা হবে।